২৭) সঙ্গম সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

→ সঙ্গম কথাটির অর্থ শিক্ষালয় বা বিদ্যালয়। তামিল কবি রা সঙ্গম সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তামিল সাহিত্যিকদের ও সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটান। সঙ্গম সাহিত্য শুরু হয়েছিল খ্রিস্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে এবং এটি স্থায়ী হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রীঃ ২০০-৩০০ অব্দ যদিও মতান্তর পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে বহু সংখ্যক কবিতা রচনা করা হয়। এবং অনেকগুলি কাব্য সংকলন করা হয় (২০২৮২ টি কবিতা), ৮ টি কাব্য সংকলন এবং ২টি মহাকাব্য এইসময় পাওয়া যায়। প্রথম তামিল সাহিত্য তোল্লাকাপ্পিয়াম রচনা করেন তোলকাপ্পিয়ার। সঙ্গম কথাটি এক-টি দ্রাবিড় শব্দ থেকে এসেছে। এটি একটি গোষ্ঠী বা পরিষদ। এই কবি পরিষদ সমাজের ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির ওপর সাহিত্য আকারে তাদের কাজ চালিয়ে যান।

প্রখ্যাত তামিল ভাষ্যকার নক্কিরার তিন-তিনটি সঙ্গম বা কবি পরিষদের কথা বলেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রথম সঙ্গম স্থাপিত হয়েছিল প্রাচীন মাদুরাই শহরে, বর্তমানে শহরটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই কবি পরিষদের সভাপতি আসন মহামুনি অগস্ত্য সর্বসমেত ৫৪৯ জন সভা এই পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন ৮৯ জন রাজা এই সঙ্গম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মনে করা হয় যে প্রথম সঙ্গম সভাতে পৌরানিক সন্ন্যাসীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সঙ্গমে যা রচনা করা হয় সংকলনে তার কিছুই পাওয়া যায় না। সঙ্গম যুগের সব কাগজ নষ্ট হয়ে গেছে।

সঙ্গম সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিতীয় সঙ্গমটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় কবি পরিষদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোভাতাপুরম শহরে। এই পরিষদের সভাকবি ছিলেন তোলকাপ্পিয়ার। এখানে প্রায় ৫৯ জন রাজা যোগদান করেছিল, ৩৭০ জন কবির কবিতা এই সভায় অনুমোদিত হয়। এখানে অনেক সাহিত্য সংকলন করা হয়, তার মধ্যে সবথেকে প্রাচীন তামিল ব্যাকারণ "তোলকাপ্পিয়াম" এই গ্রন্থটির অস্তিত্ব এখনও আছে, এই তোলকাপ্পিয়াম ছিলেন অগস্ত্য মুনির ১২ জন শিষ্যের একজন, বর্তমানে এই গ্রন্থটি ছাড়া বাদ বাকি গ্রন্থগুলি সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে।

তৃতীয় সঙ্গম সাহিত্যও কম স্বতন্ত্র
ছিল না। এটি অনুষ্ঠিত হয় মাদুরাই, মাদুরে। নাক্কিরার ছিলেন এর সভাপতি। 49 জন সদস্য বিশিষ্ট কবি পরিষদ এবং সমান সংখ্যক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তিরুবল্লুবরে তাঁর বিখ্যাত 'কুরাল' গ্রন্থটি থেকে তৃতীয় সঙ্গম সাহিত্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

নাক্কিরার যে তিনটি সঙ্গম বা কবি পরিষদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তা অনেকাংশই কল্পনা বা অন্ধবিশ্বাস বলে আধুনিক গবেষকরা সমালোচনা করেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে সঙ্গম সাহিত্য স্থায়ী হয়েছিল বছর, কিন্তু সাধারণভাবে মনে করা হয় যে 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

সঙ্গম সাহিত্যের আয়ুষ্কাল নিয়ে বির্তক থাকলেও 10 হাজার বছরব্যাপী এই সঙ্গম যুগ যুক্তিহীন ও অবাস্তব। সঙ্গম সাহিত্যে উল্লেখিত অনেক সদস্যকে দেবতারূপে কল্পনা করে অলৌকিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে গবেষকদের মধ্যে যে সংশয়ই থাকুক না কেন, সঙ্গম সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন।